ছোটগল্প

উজান

দেবপ্রিয়া সরকার

পূর্ণতা সবাইকে নিয়ে, তুমি আছ আমার শূন্যতা জুড়ে!

অদ্ভুত তো ডিপি-টা! শুধু একটাই লাইন। ছবি-টবি তো কিছুই নেই। নামটা তো উজান বোসই আছে। থাকেও বলছে জলপাইগুড়িতে। তবে এই কি সেই উজান?

একবার ট্রাই করেই দেখা যাক। ল্যাপটপ-টা কাছে টেনে ইনবক্সে মেসেজ টাইপ করল তিতলি, এসি কলেজ, সোশিওলজি ডিপার্টমেন্ট, ২০০৭-এর ব্যাচ?

ঘণ্টা তিনেক বাদে উত্তর এল, একদম তাই। আর তুই হলি আমাদের সেই চশ্‌মিশ তিতলি।

-আরে উজান! কত্তদিন পরে তোকে খুঁজে পেলাম। জলপাইগুড়িতেই আছিস তো?

-হ্যাঁ। কেন বল তো?

-কাল দঅঅঅশ বছর পর আবার আমার ফেলে আসা শহরে যাচ্ছি, পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে। সব্বার সঙ্গে দেখা করব। তোর কনট্যাক্ট নম্বরটা দে। ওখানে গিয়ে ফোন করব তোকে।

নিজের পুরোনো শহরে এতদিন বাদে ফিরে এসে খুব ভাল লাগছিল তিতলির। তার মেয়েবেলার স্মৃতি, স্কুল-কলেজ জীবনের টুকরো টুকরো ছবি ভেসে আসছিল চোখের সামনে। যে শহরটাকে একদিন ভীষণ আপন বলে মনে হত, ধীরে ধীরে সেটাই কেমন করে যেন পর হয়ে গেল!

নাহ্ আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। একটা রিকশা নিয়ে তিতলি বেরিয়ে পড়ল। সারা সকাল ঘুরে বেড়াল পুনরুদ্ধার করতে তার স্মৃতিপটে ঝাপসা হয়ে আসা সেইসব রাস্তা, গলি-ঘুপচি, মোমো-ফুচকার দোকান। বিকেলে ফোন করল এক এক করে এখানে থাকা বন্ধুদের। ঠিক হল দু'দিন পরে হবে গেট টুগেদার সেই তাদের পুরোনো আড্ডার জায়গা, জুবিলি পার্কের বাঁধে।

কিন্তু উজান জানাল সে থাকতে পারবে না। তাকে একটা কাজে কার্শিয়াং যেতে হবে পরশু সকালে, ফিরবে দিন চারেক পর। তাই উজানের সঙ্গে কালই দেখা করবে, কলেজের সামনে ভজনদার চায়ের দোকানে।

তিতলি খুব সময়নিষ্ঠ। ঠিক বিকেল চারটেতে হাজির হল। কিন্তু ভজনদার সেই বাঁশের বেড়া, টিনের চাল দেওয়া দোকানটা তো ভ্যানিশ! তার বদলে ওই জায়গায় মাথা তুলেছে ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং! সামনের গ্লোসাইন বোর্ডে লেখা – ভজনস্ কাফে। তিতলি হেসে ফেলল, গ্লোবালাইজেশন তা হলে ভজনদাকেও ছাড়েনি!

দোকান ঢুকেই কাউন্টারে দেখা মিলল ভজনদার। সেই একই চেহারা। শুধু চুলটা উঠে মাথায় টাক পড়েছে। তার সামনে গিয়ে তিতলি বলল, ভালো আছ ভজনদা?

-আরে দিদি! কতদিন পরে!

-হ্যাঁ গো। কলেজ ছাড়ার পরে বাবার ট্রান্সফার হয়ে যায় কলকাতায়। ওখানেই বাকি পড়াশোনাটা শেষ করেছি। চাকরি, বিয়ে সব ওখানেই হয়ে গেল। তাই আর আসা হয়নি। দশ বছর বাদে মামাতো ভাইয়ের বিয়েতে আবার আসার সুযোগ পেলাম এই শহরে।

-খুব ভালো করেছ। তোমরা কত আড্ডা মারতে বলো! গানে, গল্পে, কবিতায় পুরো দোকানটাকে মাতিয়ে রাখতে।

-সে সব দিন আর ফিরবে না গো ভজনদা। কিন্তু দোকানের তো দেখছি ভোল একদম বদলে ফেলেছ!

-কী করব দিদি, যুগের চাহিদা। চেহারা ভালো না হলে কেউ কদর করে না। তাই ব্যাংক থেকে লোন দিয়ে বানিয়েই ফেললাম। তা দিদি তুমি কি একাই আজকে?

- নাহ্, উজানের আসার কথা আছে।

- উজানদাদা! সে তো কখন চলে এসেছে। ওই কোণের টেবিলে বসে কীসব লিখছে।

- তাই নাকি! দেখেছ আমাকে একবার ফোন তো করবে! এই ছেলেটা বরাবরই এমন খামখেয়ালি।

ভজনদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উজানের সামনে এসে দাঁড়াল সে। তিতলি খুব অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল এতদিন পরে তাকে দেখে উজান হয়তো উচ্ছ্বল হবে। কিন্তু না, উজানের মধ্যে সেই আগের চপলতা আর নেই! চোখেমুখে কেমন যেন একটা শূন্যতা! বেশভূষাও অগোছালো। সে নির্লিপ্ত হাসি হেসে বলল, আরে এসে গিয়েছিস? নে বোস। তুই তো একদম বদলে গিয়েছিস রে!

তিতলি চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, বদলাতে তো হবেই বস। যাদবপুর থেকে মাস-কম শেষ করে এখন কলকাতার 'শহর ২৪' চ্যানেলের আমি নিউজ রিডার কাম অ্যাংকর। গ্রুমিং না করে উপায় কী?

-সেই গোল ফ্রেমের চশমা আর সাদামাটা সালোয়ার-স্যুটের তিতলি, ভাবা যায়! কত খ্যাপাতাম তোকে মনে আছে?

-মনে নেই আবার? তুইও কিন্তু অনেকটাই বদলে গিয়েছিস। কী করছিস এখন?

-ওই একটা ছোটখাট এনজিও-তে কাজ করছি আর কী।

-তবে আমি যে শুনেছিলাম তুই এমএসডব্লিউ

আমার জন্মদিন। সেদিন কথা ছিল বাইরে ডিনার সারার। ভেবেছিলাম কাছাকাছি কোনও রেস্তোরাঁতে যাব। কিন্তু নেহা হঠাৎ জেদ ধরে বসল, দক্ষিণী স্টাইলের রান্না তার আর ভাল লাগছে না। সে কোথায় শুনেছে হাইওয়ের ধারে নতুন একটা পাঞ্জাবি ধাবা খুলেছে। সেখানে দারুণ নর্থ ইন্ডিয়ান খাবার পাওয়া যায়, ওখানেই যাবে। আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু ও শুনল না